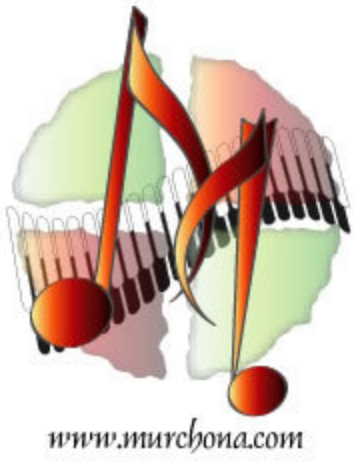

www.murchona.com

Potho Cheye by Bhibhutibhushan Bandopadhyay

Murchona
Sumbol of Music

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.MurchOna.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

পথ চেয়ে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝম্ ঝম্ বর্ষা।

ভাদ্রমাসের দিন। আজ দিন-পনের ধরে বর্ষা নেমেছে—তার আর বিরামও নেই, বিশ্রামও নেই। ক্ষুদিরাম ভট্‌চাযের বাড়ি আজ দুদিন হাঁড়ি চড়েনি।

ক্ষুদিরাম সামান্য আয়ের গৃহস্থ। জমি-জমার সামান্য কিছু আয় এবং দু-চার ঘর শিষ্য-যজমানের বাড়ি ঘুরে ঘুরে কায়ক্লেশে সংসার চলে। এই ভীষণ বর্ষায় গ্রামের কত গৃহস্থের বাড়িতেই পুত্র-কন্যা অনাহারে আছে, ক্ষুদিরাম তো সামান্য গৃহস্থ মাত্র! যজমান বাড়ি থেকে যে-কটি ধান এসেছিল, তা ফুরিয়ে গিয়েছে—ভাদ্রের শেষে আউসধান চাষীদের ঘরে উঠলে তবে আবার কিছু ধান ঘরে আসবে, ছেলেপুলেরা দুবেলা পেট পুরে খেতে পাবে।

নেপাল ও গোপাল ক্ষুদিরামেরই দুই ছেলে। নেপালের বয়েস বারো, গোপালের দশ। ক'দিন থেকে পেট ভরে না খেতে পেয়ে ওরা দু-ভায়েই সংসারের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

নেপাল বললে—এই গোপলা, ক্ষিদে পেয়েচে না তোর?

গোপাল ছিপ চাঁচতে-চাঁচতে বললে—হুঁ দাদা!

—মাকে গিয়ে বল্। আমারও পেট চুঁই চুঁই করচে।

—মা বকে! তুমি যাও দাদা।

—বকুক গে। আমার নাম করে মাকে বলতে পারবি নে?

এমন সময় পাড়ার শিবু বাঁড়ুজ্যের ছেলে চুনীকে আসতে দেখে নেপাল ডাকলে—ও চুনী, শুনে যা।

চুনী বয়সে নেপালের চেয়ে বড়ো। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ছেলে। বেশ চেহারা। নেপালের ডাকে সে ওদের উঠোনের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে বললে—কী?

—আয় না ভেতরে?

—না, যাবো না, বেলা যাচ্ছে। আমি জটি-পিসীমাদের বাড়ি যাচ্ছি। মা সেখানে রয়েছে কিনা, ডাকতে যাচ্ছি।

—কেন, তোর মা এখন সেখানে যে?

—ওদের ডাল ভাঙতে গিয়েচে। তালনবমীর বের্তো আসচে এই মঙ্গলবারে; ওদের বাড়ি লোকজন হবে।

—সত্যি?

—তা জানিস না বুঝি? আমাদের বাড়ির সবাইকে নেমন্তন্ন করবে। গাঁয়েও বলবে।

—আমাদেরও করবে?

—সবাইকে যখন নেমন্তন্ন করবে, তোদের কি বাদ দেবে?

চুনী চলে গেলে নেপাল ছোট ভাইকে বললে—আজ কি বার রে? তা তুই কি জানিস? আজ শুক্কুরবার বোধহয়। মঙ্গলবার নেমন্তন্ন।

গোপাল বললে—কী মজা, না দাদা?

—চুপ করে থাক। তোর বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। তালনবমীর বের্তোয় তালের বড়া করে, তুই জানিস?

গোপাল সেটা জানতো না। কিন্তু দাদার মুখে শুনে খুব খুশি হয়ে উঠলো। সত্যিই তা যদি হয়, তাহলে সে-সুখাদ্য খাবার সম্ভাবনা বহুদূরবর্তী নয়, ঘনিয়ে এসেছে কাছে। আজ কী বার সে জানে না, সামনের মঙ্গলবারে। নিশ্চয় তার আর বেশি দেরি নেই।

দাদার সঙ্গে বাড়ি যাবার পথে পড়ে জটিপিসীমার বাড়ি।

নেপাল বললে—তুই দাঁড়া, ওদের বাড়ি ঢুকে দেখে আসি। ওদের বাড়ি তালের দরকার হবে, যদি তাল কেনে!

এ গ্রামের মধ্যে তালের গাছ নেই। মাঠে প্রকাণ্ড তালদীঘি। নেপাল সেখান থেকে তাল কুড়িয়ে এনে গাঁয়ে বিক্রি করে।

জটিপিসীমা সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি গ্রামের নটবর মুখুজ্যের স্ত্রী, ভালো নাম হরিমতী। গ্রামসুদ্ধ ছেলেমেয়ে তাঁকে বলে জটিপিসীমা।

পিসীমা বললেন—কী রে?

—তাল নেবে পিসীমা?

—হ্যাঁ নেবো বৈ কি! আমাদের তো দরকার হবে মঙ্গলবার।

ঠিক এই সময় দাদার পিছু পিছু গোপালও এসে দাঁড়িয়েছে।

জটিপিসীমা বললেন—পেছনে কে রে? গোপাল? তা, আজ সন্ধ্যেবেলা দুই

ভায়ে গিয়েছিলি কোথায়?

নেপাল সলজ্জমুখে বললে—মাছ ধরতে।

—পেলি?

—ঐ, দুটো পুঁটি আর ছোট একটা বেলে।—তাহলে যাই পিসীমা?

—আচ্ছা, এসো গে বাবা। সন্ধ্যে হয়ে গেল। অন্ধকারে চলাফেরা করা ভালো নয় বর্ষাকালে।

জটিপিসীমা তাল সম্বন্ধে আর কোন আগ্রহ দেখালেন না, বা তালনবমীর ব্রত উপলক্ষে তাদের নিমন্ত্রণ করার উল্লেখও করলেন না—যদিও দুজনেরই আশা ছিল, হয়ত জটিপিসীমা তাদের দেখলেই নিমন্ত্রণ করবেন এখন।

দরজার কাছে গিয়ে নেপাল আবার পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলে—তাল নেবেন তাহলে?

—তাল? তা, দিয়ে যেয়ো বাবা। কটা করে পয়সায়?

—দুটো করে দিচ্ছি পিসীমা। তা, নেবেন আপনি...তিনটে করেই নেবেন।

—বেশ কালো হেঁড়ে তাল তো? আমাদের তালের পিঠে হবে তালনবমীর দিন—ভালো তাল চাই।

—মিশ্‌কালো তাল পাবেন। দেখে নেবেন আপনি।

গোপাল বাইরে এসেই দাদাকে বললে—কবে তাল দিবি দাদা?

—কাল।

—তুই ওদের কাছে পয়সা নিসনে দাদা!

নেপাল আশ্চর্য হয়ে বললে—কেন রে?

—তাহলে আমাদের নেমন্তন্ন করবে, দেখিস এখন।

—দূর! তা হয় না। আমি কষ্ট করে তাল কুড়বো আর পয়সা নেবো না?

রাত্রে বৃষ্টি নামে। হু হু বাদলার হাওয়া সেই সঙ্গে। পূর্বদিকের জানলার কপাট দড়ি-বাঁধা; হাওয়ায় দড়ি ছিঁড়ে সাধারণত খট্ খট্ শব্দ করে ঝড়বৃষ্টির দিনে। গোপালের ঘুম হয় না, তার যেন ভয় ভয় করে।

সে শুয়ে শুয়ে ভাবছে—দাদা তাল যদি বিক্রি করে, তবে আর ওরা নেমন্তন্ন করবে না। তা কখনো করে?

খুব ভোরবেলা উঠে গোপাল দেখলে, বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে। কেউই তখনও ওঠেনি। রাত্রের বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, সামান্য একটু টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে।

গোপাল একছুটে চলে গেল গ্রামের পাশের সেই তালদীঘির ধারে।

মাঠে এক হাঁটু জল আর কাদা। গ্রামের উত্তর পাড়ার গণেশ কাওরা লাঙল ঘাড়ে এই এত সকালে মাঠে যাচ্ছে। ওকে দেখে বললে—কী খোকা-ঠাকুর, যাচ্ছ

কনে এত ভোরে?

—তাল কুড়ুতে দীঘির পাড়ে।

—বড্ড সাপের ভয়, খোকা-ঠাকুর। বর্ষাকালে ওখানে যেয়ো না একা-একা।

গোপাল ভয়ে ভয়ে দীঘির তাল পুকুরের তালের বনে ঢুকে তাল খুঁজতে লাগলো।

বড়ো আর কালো কুচকুচে একটা মাত্র তাল প্রায় জলের ধারে পড়ে; সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে আসার পথে আরও গোটা তিনেক ছোট তাল পাওয়া গেল। ছেলেমানুষ, অত তাল বয়ে আনার সাধ্য নেই; দুটি মাত্র তাল নিয়ে সোজা একেবারে জটিপিসীমার বাড়ি হাজির।

জটিপিসীমা সবে মাত্র সদর দোর খুলে দোর-গোড়ায় জলের ধারা দিচ্ছেন, ওকে এত সকালে দেখে অবাক হয়ে বললেন—কি রে খোকা?

গোপাল একগাল হেসে বললে—তোমার জন্যে তাল এনিচি পিসীমা!

—বারে, এ যে ভালো তাল দেখছি! ক-পয়সা রে?

—একটা পয়সাও দিতে হবে না। এমনি দিলাম পিসীমা!

জটিপিসীমা আর কিছু না বলে তাল দুটো হাতে করে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

গোপাল একবার ভাবলে তালনবমী কবে জিগ্যেস করে, কিন্তু সাহসে কুলোয় না তার।

সারাদিন গোপালের মন খেলাধুলোর ফাঁকে কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ঘন বর্ষার দুপুরে, মুখ উঁচু করে দেখে—নারকেল গাছের মাথা থেকে পাতা বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। বাঁশঝাড় নুয়ে নুয়ে পড়ছে বাদলার হাওয়ায়। বকুলতলার ডোবায় কটকটে ব্যাঙের দল থেকে-থেকে ডাকছে।

গোপাল জিজ্ঞেস করলে—ব্যাঙগুলো আজকাল তেমন ডাকে না কেন মা?

গোপালের মা বলেন—নতুন জলে ডাকে, এখন পুরনো জলে তত আমোদ নেই ওদের।

—আজ কী বার মা?

—সোমবার। কেন রে? বারের খোঁজে তোর কী দরকার?

—মঙ্গলবারে তালনবমী, না মা?

—তা হয়ত হবে, কী জানি বাপু! নিজের হাঁড়িতে চাল জোটে না, তালনবমীর খোঁজে কী দরকার আমার?

সারাদিন কেটে গেল।

নেপাল বিকেলের দিকে জিজ্ঞেস করলে—জটিপিসীমার বাড়িতে তাল দিইছিলি আজ সকালে? কোথায় পেলি তুই? আমি তাল দিতে গেলে জটিপিসীমা বললে

—গোপাল তাল দিয়ে গেছে পয়সা নেয়নি। কেন দিতে গেলি তুই? একটা পয়সা হলে দুজনে মুড়ি কিনে খেতাম!

—ওরা নেমন্তন্ন করবে, দেখিস দাদা। কাল তো তালনবমী!

—সে এমনিই নেমন্তন্ন করবে—পয়সা নিলেও করবে। তুই একটা বোকা!

—আচ্ছা দাদা, কাল তো মঙ্গলবার, না?

—হুঁ।

রাত্রে উত্তেজনায় গোপালের ঘুম হয় না। বাড়ির পাশের বড় বকুল গাছটায় জোনাকির ঝাঁক জ্বলছে; জানলা দিয়ে সেদিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবে, কাল সকালটা হলে হয়! কতক্ষণে যে রাত পোহাবে!

*　　*　　*　　*

জটিপিসীমা আদর করে ওকে বললেন খাওয়ানোর সময়—খোকা, কাঁকুড়ের ডাল্না আর নিবি? মুগের ডাল বেশি করে মেখে নে।

জটিপিসীমার বড় মেয়ে লাবণ্যদি একখানা থালায় গরম-গরম তিল-পিটুলি ভাজা এনে ওর সামনে ধরে হেসে বললে—খোকা, ক'খানা নিবি তিল-পিটুলি? বলেই লাবণ্যদি থালাখানা উপুর করে তার পাতে ঢেলে দিলে। তারপর জটিপিসীমা আনলেন পায়েস আর তালের বড়া। হেসে বললেন—খোকা, যেই তাল কুড়িয়ে দিয়েছিলি, তাই পায়েস হল! খা খা, খুব খা—আজ যে তালনবমী রে!

কত কী চমৎকার ধরনের রাঁধা তরকারির গন্ধ বাতাসে, খেজুরগুড়ের পায়েসের সুগন্ধ বাতাসে! গোপালের মন খুশি ও আনন্দে ভরে উঠলো। সে বসে বসে খাচ্ছে কেবলই খাচ্ছে। সবারই খাওয়া শেষ, ও তবু খেয়েই যাচ্ছে.....

লাবণ্যদি হেসে হেসে বলছে—আর নিবি তিল-পিটুলি?

*　　*　　*　　*

ও গোপাল?

হঠাৎ গোপাল চোখ চেয়ে দেখলে—জানলার পাশে বর্ষার জলে ভেজা ঝোপঝাড়, তাদের সেই আতা-গাছটা...সে শুয়ে আছে তাদের বাড়িতে। মার হাতের মৃদু ঠেলায় ঘুম ভেঙেছে, মা পাশে দাঁড়িয়ে বললেন—ওঠ্ ওঠ্ বেলা হয়েচে কত! মেঘ করে আছে, তাই বোঝা যাচ্ছে না।

বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে সে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—আজ কী বার মা?

—মঙ্গলবার।

তাও তো বটে! আজই তো তালনবমী। ঘুমের মধ্যে ওসব কী হিজিবিজি স্বপ্ন সে দেখছিল!

বেলা আরও বাড়লো, ঘন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার দিনে যদিও বোঝা গেল না বেলা কতটা হয়েছে। গোপাল দরজার সামনে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর ঠায় বসে রইল।

বৃষ্টি নেই একটুও, মেঘ-জমকালো আকাশ। বাদলের সজল হাওয়ায় গা শির শির করে। গোপাল আশায় আশায় বসে রইল বটে, কিন্তু কই, জটিপিসীমাদের বাড়ি থেকে কেউ তো নেমন্তন্ন করতে এলো না!

অনেক বেলায় তাদের পাড়ার জগবন্ধু চক্কোত্তি তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে সামনের পথ দিয়ে কোথায় যেন চলেছেন। তাঁদের পেছনে রাখাল রায় ও তাঁর ছেলে সানু; তার পেছনে কালীবর বাঁড়ুজ্যের বড়ো ছেলে পাঁচু আর পাড়ার হরেন।...

গোপাল ভাবলে—এরা যায় কোথায়!

এ-দলটি চলে যাবার কিছু পরে বুড়ো নবীন ভট্চাজ ও তার ছোট ভাই দীনু, সঙ্গে একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে চলেছে।

দীনু ভট্চাজের ছেলে কুড়োরাম ওকে দেখে বললে—এখানে বসে কেন রে? যাবি নে?

গোপাল বললে—কোথায় যাচ্ছিস তোরা?

—জটিপিসীমাদের বাড়ি তালনবমীর নেমন্তন্ন খেতে। বলে নি তোদের? ওরা বেছে বেছে বলেচে কিনা, সবাইকে তো বলেনি!

গোপাল হঠাৎ রাগে, অভিমানে যেন দিশেহারা হয়ে গেল। রেগে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—কেন করবে না আমাদের নেমন্তন্ন? শুধু তোমাদের করবে? নিশ্চয়ই করবে আমাদের। আমরা এর পরে যাবো।

রাগ করার মতো কী কথা সে বলেছে বুঝতে না পেরে কুড়োরাম অবাক হয়ে বললে—বা রে! তা, অত রাগ করিস কেন? কী হয়েছে?

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের চোখে জল এসে পড়লো—বোধহয় সংসারের অবিচার দেখেই। পথ চেয়ে সে বসে আছে আজ কদিন থেকে! কিন্তু তার কেবল পথ চাওয়াই সার হল?

তার সজল ঝাপসা দৃষ্টির সমানে পাড়ার হারু, হিতেন, দেবেন, গুটকে, তাদের বাপ-কাকাদের সঙ্গে একে-একে তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে জটিপিসীমাদের বাড়ির দিকে চলে গেল।